সেতুসমূহের অবস্থান

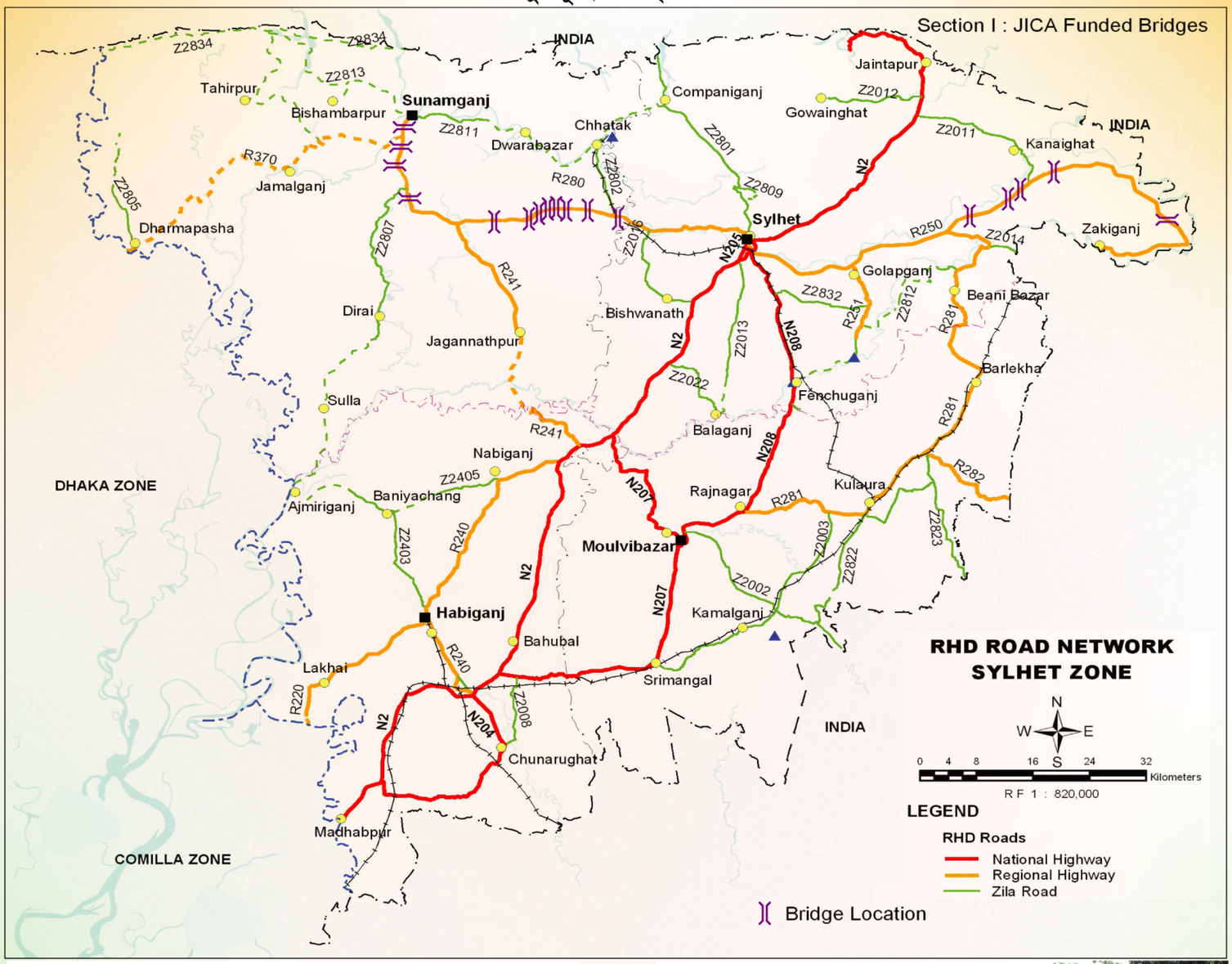

চিকনিকারা সেতু- সিলেট সুনামগঞ্জ মহাসড়ক

গোবিন্দগঞ্জ সেতুর এপ্রোচ সড়ক

ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায়

সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের ১১টি সেতু

ও

সিলেট-জকিগঞ্জ মহাসড়কের ৫টি সেতুর

শুভ উদ্বোধন

প্রধান অতিথি

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

পটভূমি

প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দেশের টেকসই, নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামোর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। উন্নত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পায়নের প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে অবস্থিত সংকীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ প্রতিস্থাপন করে নতুন ও প্রশস্ত সেতু নির্মাণের মাধ্যমে মহাসড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করাটাও প্রয়োজন। এতে একটি নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ ও কার্যকর মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে।

এই লক্ষ্যে দেশের পূর্বাঞ্চলের ১২টি জেলায় (ঢাকা, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, সিলেট ও সুনামগঞ্জ) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থিত ১১৮টি সংকীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন করে নতুন ও প্রশস্ত সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগী জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে মোট ১১৮৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট" গ্রহণ করা হয়। সেতুসমূহের মধ্যে জাইকার সহায়তায় ৩০মিটারের বেশী দৈর্ঘ্যের মোট ৬৩টি সেতু ও জিওবি অর্থায়নে ৩০মিটারের কম দৈর্ঘ্যের মোট ৫৫টি সেতু নির্মাণ নির্ধারিত ছিল। আগামী জুন' ২০১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় এপ্রোচ সড়ক নির্মাণসহ মোট ১১২ টি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ২টি ও চট্টগ্রাম জেলার ৪টি মোট ৬টি সেতুর নির্মাণ কাজ প্রকল্পের মেয়াদ কালের মধ্যেই সমাপ্ত হবে।

সুনামগঞ্জ একটি ঐতিহ্যবাহী এবং প্রাকৃতিক ও মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল। সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কটি এই জেলার প্রধান মহাসড়ক। মহাসড়কটিতে সংকীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতু থাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছিল। মহাসড়কটির ১১টি সেতু পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে প্রশস্ত করায় সড়ক পথে যাতায়াত এখন অনেক সহজতর হবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যপক ভূমিকা রাখবে।

অপরদিকে, জকিগঞ্জে একটি স্থলবন্দর রয়েছে। সিলেট-জকিগঞ্জ মহাসড়কটি জকিগঞ্জ যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। উক্ত মহাসড়কটিতে ৫টি সেতু সংকীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এতে প্রত্যাশিত মাত্রায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রসার বিঘ্নিত হচ্ছিল। মহাসড়কটির সেতুসমূহ প্রশস্ত করে পুনর্নির্মিত হওয়ায় যাতায়াত সহজ ও দ্রুত হবে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলাদ্বয়ে সংকীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ ১৬ টি সেতু প্রশস্ত করে পুনর্নির্মাণ করায় সিলেট বিভাগীয় সদরের সাথে সুনামগঞ্জ জেলা ও জকিগঞ্জ উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ দ্রুত, সহজতর এবং নিরাপদ হয়েছে। নির্মিত সেতুসমূহ সিলেট ও সুনামগঞ্জ এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার উন্নয়নে ও পণ্য পরিবহনে ব্যপক ভূমিকা রাখবে।

গোবিন্দগঞ্জ সেতু - সিলেট সুনামগঞ্জ মহাসড়ক

পরচক সেতু - সিলেট জকিগঞ্জ মহাসড়ক

আহসানমারা সেতু - সিলেট সুনামগঞ্জ মহাসড়ক

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম : ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

প্রকল্প মেয়াদ : মার্চ ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬

প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট ও চট্টগ্রাম সড়ক জোনের ১২টি জেলা

প্রকল্প ব্যয় : মোট-১১৮৭.৫০ কোটি টাকা
জাইকা-৬১৪.৫২ কোটি টাকা
জিওবি-৫৭২.৯৮ কোটি টাকা

সেতুর সংখ্যা : ১১৮টি

জাইকা'র অর্থায়নে : ৬৩টি (মোট দৈর্ঘ্য ৩৪৮৭.৫০ মিটার)

জিওবি'র অর্থায়নে : ৫৫টি (মোট দৈর্ঘ্য ১২৬৪.৪৮ মিটার)

সিলেট - সুনামগঞ্জ মহাসড়কে পুনর্নির্মিত-১১টি সেতুর তথ্য

ক্রমিক নং	সেতুর নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)
০১	গোবিন্দগঞ্জ	১০০.২০
০২	জালালপুর	৪৩.০০
০৩	বোকার ভাঙ্গা	৭৬.২০
০৪	জাতুয়া	৭৬.২০
০৫	বাউস	৪৩.০০
০৬	চেচান	৪৩.০০
০৭	রাউলি	৪৩.০০
০৮	কৈতক	৬৭.২০
০৯	মনবেগ	১০৬.২০
১০	আহছানমারা	১৪৯.৮০
১১	চিকনিকারা	৯৪.২০

সিলেট-জকিগঞ্জ মহাসড়কে পুনর্নির্মিত-৫টি সেতুর তথ্য

ক্রমিক নং	সেতুর নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)
০১	কাকুরা	৮৫.২০
০২	কোনাগ্রাম	৪০.০০
০৩	পরচক	৬৪.২০
০৪	সাতপরি	৬৭.২০
০৫	সাজাতপুর	৫৫.২০